بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের আলোকে সারিয়্যা রাজি'র ঘটনা এবং সাহাবাগণের ভালোবাসা, আনুগত্য ও আত্মত্যাগের ঈমানবর্দ্ধক স্মৃতিচারণা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১৭ মে, ২০২৪ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

সারিয়্যা রাজী'র ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছিল। এর বিশদ বিবরণ হাদীস ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারীতে এই ঘটনার বিস্তারিত উল্লেখ আছে যে, মহানবী (সা.) ১০জন সাহাবীর একটি দলকে হযরত আসেম বিন সাবেত (রা.)'র নেতৃত্বে একটি বিশেষ অভিযানে প্রেরণ করছিলেন, যেন তারা মক্কার আশেপাশে অবস্থান করে কুরাইশের গতিবিধি সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করে মহানবী (সা.)-কে অবগত করে। এই মুসলমানরা প্রতিদ্বন্দ্বী বনু লাহইয়ান গোত্রের ২০০জন তীরন্দাজের মুখোমুখি হয়েছিল। তাদের দেখে মুসলমানরা একটি টিলার চূড়ায় আশ্রয় নিল। শত্রুরা তাদের আশ্রয় দেওয়ার এবং হত্যা না করার আশ্বাস দেয়। অভিযানের আমির হযরত আসেম (রা.) বলেন, আমি কোনো কাফিরের হাতে আত্মসমর্পণ করব না। এরপর তারা সবাই এ দোয়া করেন যে, 'হে আল্লাহ্! আমাদের এই পরিস্থিতি সম্পর্কে তোমার নবী (সা.)-কে জানিয়ে দাও।' অতঃপর কাফিররা তাদের ওপর মুষলধারে তির নিক্ষেপ করতে থাকে, এবং হযরত আসেম (রা.) সাতজন সাহাবী শাহাদত বরণ করেন।

অবশিষ্ট তিনজন সাহাবী যারা বেঁচে ছিলেন তারা কাফিরদের কথায় আশ্বস্ত হয়ে আত্মসমর্পণের

উদ্দেশ্যে নিচে নেমে আসলে বিরোধীরা তাদেরকে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলে। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন তারিক (রা.) বলেন, এটি তোমাদের পক্ষ থেকে প্রথম অঙ্গীকার ভঙ্গের দৃষ্টান্ত। খোদার কসম! আমি তোমাদের সাথে যাবো না। তখন কাফিররা তাকে জোর করে বাঁধতে চায়; কিন্তু তিনি তাতে সম্মত না হলে সেখানেই তাকে শহীদ করা হয়। অবশিষ্ট ছিলেন দু'জন সাহাবী, হযরত খুবায়েব বিন আদী (রা.) এবং হযরত যায়েদ বিন দাসিনা (রা.)। কাফিররা তাদেরকে ধরে নিয়ে যায় এবং মক্কায় গিয়ে বিক্রি করে দেয়।

হযরত যায়েদ (রা.)-কে সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ক্রয় করেছিল। তিনি হযরত যায়েদ (রা.)-কে তার ক্রীতদাস নিসতাস এর কাছে রেখেছিলেন। সেখান থেকে তাকে হারামের বাইরে এক স্থানে নিয়ে গিয়ে নিসতাস তরবারি দ্বারা হত্যা করে। অন্য এক বর্ণনামতে কুরাইশরা একত্রে অনবরত তির নিক্ষেপ করে তাকে শহীদ করেছিল। অনুরূপভাবে হযরত খুবায়েব (রা.)-কে বনু হারেস বিন নওফেল ইবনে আবদে মানাফ- এর বংশধররা ক্রয় করেছিল, কেননা তিনি হারেসকে হত্যা করেছিলেন। পরবর্তীতে নিষিদ্ধ মাস শেষ হলে তাকে শহীদ করা হয়।

হযরত খুবায়েব (রা.) সেই সাহাবী ছিলেন যিনি বদরের দিনে হারিস বিন আমিরকে হত্যা করেছিলেন। হযরত খুবায়েব (রা.) তাদের কাছে বন্দী হয়ে রইলেন। এটা বুখারীর বর্ণনা। যদিও বুখারীর বর্ণনা অনুসারে দশজন সাহাবীর এই দলটি গুপ্তচরবৃত্তির জন্য ছিল এবং তারা খুব সংগোপনেই চলছিল। তখন ইয়াসরবের খেজুরের দানা চিনতে পেরে এক মহিলা চিৎকার করে ওঠে। ফলে শত্রুরা তাদের ওপর আক্রমণ করে বসে। তবে বেশিরভাগ জীবনীকার বলছেন যে দলটি পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত ছিল। তবে তখনও পর্যন্ত রওয়ানা হয়নি যখন মহানবী (সা.) এই দলটিকে প্রতিনিধিদলের সাথে বিদায় দিয়েছিলেন।

এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ও হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবও বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং একই বর্ণনা করেছেন যে, তারা প্রতিনিধিদলের সঙ্গে গিয়েছিল, তারা মানুষের সঙ্গে গিয়েছিল, তাই বুখারী বা যে সব জীবনীমূলক গ্রন্থে তাদের লুকিয়ে রওয়ানা হওয়ার উল্লেখ রয়েছে সেগুলি বর্ণনাকারীদের ভুল বলে মনে হয় কারণ এখন এই দলটিকে সংগোপনে যাওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ তারা এখন আযল ও ক্বারা'র লোকেদের সাথে যাচ্ছিল। হ্যাঁ, এটা অবশ্যই অনুমান করা যায় যে, তারা যখন ইসফান ও মক্কার মাঝামাঝি পৌঁছয়, তখন আযাল ও ক্বারা'র লোকেরা, যারা আসলে এই লোকদেরকে ষড়যন্ত্রের করে তাদের সাথে নিয়ে এসেছিল, তারা প্রতারণা করে এবং পূর্ব-পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এখানে পৌঁছে বনু লাহইয়ানকে খবর দেয় এবং সে দুইশত হানাদার নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। আল্লাহ্ই উত্তম জানেন।

হযরত আসেম (রা.) এর বীরত্বের সাথে যুদ্ধের পর শাহাদত লাভের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি প্রথমে তীর দিয়ে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করছিলেন। তীর ফুরিয়ে গেলে তিনি বর্শা নিয়ে শত্রুদের উপর আক্রমণ করতে থাকেন। যখন বর্শাটিও ভেঙ্গে যায় এবং কেবল তলোয়ার অবশিষ্ট ছিল তখন তিনি তলোয়ার দিয়ে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করেন। এরপর যখন তিনি শাহাদতের ব্যাপারে নিশ্চিত হন তখন তিনি

তাঁর লজ্জাস্থানের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন, কারণ কাফেররা শহীদ হওয়া ব্যক্তির মৃতদেহকে পদদলিত ও নগ্ন করে দিত। তখন তিনি (রা.) দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ্! আমি দিনের প্রথমাংশে ধর্মের সুরক্ষা করেছি। অতএব, দিনের দ্বিতীয়াংশে তুমি আমার লজ্জাস্থানের সুরক্ষা কোরো।'

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আসেম (রা.) যেহেতু ইতিপূর্বে একজন বড় মুশরিক নেতাকে হত্যা করেছিলেন, তাই মক্কার কুরাইশরা যখন জানতে পারে যে, তাদের মাঝে আসেম বিন সাবেতও আছেন তখন তারা তার মস্তক বা দেহের কোনো অঙ্গ কর্তনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কেননা, নিহত কাফিরের মা অঙ্গীকার করেছিল, আমি আমার পুত্রের হত্যাকারীর মস্তকে মদ ঢেলে তা পান করব, কিন্তু খোদা তা'লা এমনটি হতে দেননি। তারা হযরত আসেম (রা.)'র লাশের কাছে পৌঁছে দেখে যে, তার লাশের ওপর ভীমরুল এবং মৌমাছি ঝাঁক বেঁধে বসে আছে। অতঃপর তারা সেগুলোকে সরানোর অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় এবং ফেরত চলে যায়। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা হযরত আসেম (রা.)'র লাশকে অবমাননার হাত থেকে রক্ষা করেন এবং তাঁর দোয়া গ্রহণের প্রমাণ দেন।

বাকি সাহাবীরাও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হন এবং শেষ পর্যন্ত তিনজন সাহাবী অবশিষ্ট ছিলেন, যার মধ্যে হযরত খুবায়েব (রা.) (রা.), হযরত যায়েদ বিন দাসিনা (রা.) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে তারিক (রা.) ছিলেন।

যায়েদ বিন দাসিনা (রা.)-কে হত্যার সময় আবু সুফিয়ান বলেছিল, তুমি কি পছন্দ করবে না যে, তোমার স্থলে আমাদের কাছে মুহাম্মদ (সা.) থাকবেন আর আমরা তোমার পরিবর্তে তাঁকে হত্যা করব এবং তুমি তোমার পরিজনদের কাছে নিরাপদে থাকবে। তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো এতটুকুও পছন্দ করব না যে, মুহাম্মদ (সা.) এখন যেখানে অবস্থান করছেন সেখানে তাঁর পায়ে কাটাবিদ্ধ হবে আর আমি আমার পরিজনদের সাথে নিরাপদে থাকবো। একথা শুনে আবু সুফিয়ান বলে উঠে, আমি লোকদের মাঝে কাউকে এরূপ দেখিনি যে, তারা তাদের নেতাকে এতোটা ভালোবাসে যতটা মুহাম্মদ (সা.)-কে তাঁর সাহাবীরা ভালোবাসেন।

হযরত খুবায়েব (রা.) যখন বন্দি ছিলেন তখন হারিসের পুত্ররা তার সাথে চরম মন্দ আচরণ করেছিল। তিনি (রা.) বলেন, কোনো সম্মানিত জাতি তার বন্দিদের সাথে এরূপ আচরণ করে না। তাদের ওপর একথার এমন প্রভাব পড়ে যে, এরপর তারা তাঁর সাথে উত্তম আচরণ করতে থাকে। একদিন খুবায়েব (রা.)'র হাতে একটি ক্ষুর ছিল। এমতাবস্থায় এক শিশু সন্তান তার কাছে আসলে তিনি তাকে কোলে তুলে নেন। দৃশ্যটি দেখে সেই শিশুর মা ভয় পেয়ে যায়, পাছে খুবায়েব (রা.) আবার তার সন্তানের কোনো না ক্ষতি করে বসে! এটি দেখে খুবায়েব (রা.) তার মাকে আশ্বস্ত করে বলেন, আমি তার কোনো ক্ষতি করব না। খোদার কসম! আমি এমনটি নই। সেই মহিলা বলতেন, আমি খুবায়েব'র চেয়ে উত্তম বন্দি কখনো দেখি নি। আমি একদিন তাকে শিকলাবদ্ধ অবস্থায় আঙ্গুরের থোকা থেকে আঙ্গুর খেতে দেখেছি অথচ তখন মক্কার কোথাও আঙ্গুরের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। এটি মূলত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রদানকৃত রিযিক ছিল।

যেদিন হযরত যায়েদ (রা.)-কে শহীদ করা হয়েছিল সেদিন হযরত খুবায়েব (রা.)-কেও শহীদ

করা হয়। হযরত খুবায়েব (রা.) মৃত্যুর পূর্বে দুই রাকাত নফল নামায পড়ার অনুমতি চান। নামাযের পর তিনি বলেন, তোমরা ভাববে যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে নামায দীর্ঘ করছি তাই আমি নামায সংক্ষিপ্ত করেছি, নতুবা আমি নামায আরও দীর্ঘ করতাম। অতঃপর তিনি দোয়া করেন, হে আল্লাহ্ তুমি এদের সবাইকে পালাক্রমে ধ্বংস কোরো। এরপর কাফিররা তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে নির্মমভাবে শহীদ করে। যেদিন উভয় সাহাবীকে শহীদ করা হয়েছিল সেদিন মহানবী (সা.) বলেন, আলাইকুমুস সালাম অর্থাৎ তোমাদের উভয়ের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক!

পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, 'সাহাবীরা ধর্মের খাতিরে নিজেদের মৃত্যুর বিষয়ে ছিলেন নির্ভীক ও আত্মনিবেদিত। তারা ইসলামের খাতিরে সর্বদা নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকতেন। এই সারিয়্যা বা যুদ্ধাভিযানের আরও কিছু ঘটনা অবশিষ্ট আছে যা আগামীতে বর্ণনা করবো, ইনশাআল্লাহ্।'

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

17 May 2024

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....P.O.....
Distt.....Pin.....W.B

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in